মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সম্প্রীতির বাংলাদেশ

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
বিজয়ের পঞ্চাশ বছর
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শুভেচ্ছা

নবপর্যায় : ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২১

# মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

বিজয়ের পঞ্চাশ বছর ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে সুহৃদ Barbara Fahs Charles-এর

## শুভেচ্ছা বাণী

Dear, wonderful friends at the Liberation War Museum,

I have been meaning to write for over a year and as now 2021 is over and December 16 is days away, I must put pen to paper (fingers to keyboard) and express joy and great sympathy.

Joy for all of you, for Bangladesh, and for the Liberation War Museum. Congratulations for creating a country and a museum to document that fight. In the 25 years that the museum has been active, you have expanded your message and power of the museum so much further than most new museums around the world. This is truly a time to celebrate, but not to rest.

Playing a small role in the creation of the new museum in Agargaon was one of the finest experiences of my career. I knew little about Bangladesh and less about the war. The first days in Segun Bagicha as we talked about the topics for the new museum and how they should be weighed and organized was electrifying. And then to be able to continue our work and see the galleries emerge was immensely gratifying. All of you shared so much with me. You are terrific teachers.

I should have written immediately when I learned that Tariq Ali died. My deep sympathy to all of you. He was so key to the creation of the new museum and such a joy to work with. Jared and I called him our enabler. Many evenings as we puzzled over the day's discussions, Tariq suggested ways to think about what we heard, enabling our understanding for the next day's work. I think of Tariq as powerful and quiet, mostly not smiling and every so often breaking into a huge smile. An amazing man.

Attached is the last photograph that I took of all of you in 2017– what a wonderful team. I treasure our friendship. Please let me know if you ever need a volunteer in Washington.

Fondly,
Barbara Fahs Charles
Staples & Charles
Museum Consultant & Carousel Historian

# বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

## ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০২১

**মো. ইকরা ও তাবাসসুম নুহা**

স্মরণ, স্বীকৃতি এবং ট্রানজিশনাল জাস্টিস প্রতিপাদ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গত ৬-৭ ডিসেম্বর ২০২১ সফলতার সঙ্গে বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস বিষয়ক ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০২১ আয়োজন সম্পন্ন করে। এবছর প্রথমবারের মতো হাইব্রিড প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হলো সম্মেলনটি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ-গণহত্যার পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে এবারের সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হওয়ায় এর উদ্দেশ্য ছিল দুটি, প্রথমত গণহত্যা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অপরাধের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো পাশাপাশি তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা এবং দ্বিতীয়ত দ্বন্দ্ব পরবর্তী পরিস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ও ক্রান্তিকালীন বিচারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

এবারের সম্মেলনে জার্মানি, আর্জেন্টিনা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কম্বোডিয়া, ভারত, বাংলাদেশসহ নয়টি দেশের গণহত্যা বিশেষজ্ঞ এবং বিচারকগণ অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীসহ শতাধিক নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

দুইদিনের সম্মেলনে মোট দশটি প্যানেল ও তিনটি ইয়ং স্কলার ফোরামের আয়োজন করা হয়। প্যানেল ও ফোরামের বিভিন্ন আলোচনায় বাংলাদেশের গণহত্যাকে তুলে ধরা হয়, পাশাপাশি হেট স্পিচ, পিস এডুকেশন, সেক্সুয়াল ভায়োলেন্সসহ সমসাময়িক বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিন ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় পাঁচটি প্যানেল আলোচনা ও একটি ইয়ং স্কলার্স ফোরামের আলোচনা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের সঞ্চালনায়, ড. আলাউদ্দিন, ড. ইমতিয়াজ হোসেন ও ড. তৌহিদ রেজা নূরের প্রবন্ধ উপস্থাপনায় প্যানেল-১ এর আলোচ্য বিষয় ছিল 'বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি এবং ভূ-রাজনীতি। *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

# 'বৃটেন ১৯৭১: বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি' শীর্ষক প্রদর্শনী

ব্রিটিশ কাউন্সিলের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ব্রিটিশ কাউন্সিল, আর্কাইভ: লন্ডন ১৯৭১ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে 'বৃটেন ১৯৭১: বাংলাদেশর মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। লন্ডনে যুক্তরাজ্যের নাগরিক এবং প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায় সোচ্চার কণ্ঠে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছে ও সংহতি প্রকাশ করেছে। ২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনি গণহত্যাভিযান শুরু করলে বাঙালির প্রতিরোধ রূপ নেয় স্বাধীনতা আন্দোলনে। বৃটেনে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে নেমে পড়েন অনেক মানুষ, সংগঠিত হয় অনেক ধরনের উদ্যোগ। বার্মিংহামে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি', বৃটেন প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে যোগ দেন আরো অনেক বৃটিশ নাগরিক, রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাড়িয়ে দেয় সহযোগিতার হাত। একাত্তরে বৃটেনজুড়ে সংহতি কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত পরিচয় কোনো এক প্রদর্শনীতে তুলে ধরা অসম্ভব। প্রদর্শনীতে আর্কাইভ: লন্ডন ১৯৭১ থেকে আলোকচিত্রী রজার গোয়েন ও ইউসুফ চৌধুরীর তোলা ছবি, সংগৃহিত দলিলপত্র, ব্রিটিশ কাউন্সিলের সংগ্রহ থেকে দলিল এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংগ্রহশালা থেকে আলোকচিত্র, দলিল, সংবাদপত্র কাটিং এবং মূল স্মারক প্রদর্শনের মাধ্যমে মেলে ধরা হলো টুকরো ছবি, যা সমগ্রের প্রতিনিধিত্ব করে, তবে সমগ্র ছবি নয়।

মাসব্যাপী এ প্রদর্শনী আগামী ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। সোম থেকে শনি প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রদর্শনী সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

*৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

# আকাশপথের মুক্তিসেনা : ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী গঠিত হয়েছিল তিনটি বিমান নিয়ে যার একটি ছিল এ্যালুয়েট নামের হেলিকপ্টার। একই মডেলের একটি হেলিকপ্টার প্রদর্শিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লবিতে। সেই হেলিকপ্টারটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একদল স্কুলের শিক্ষার্থী। তাদের মাঝখানে রয়েছেন একাত্তরে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধা, তৎকালীন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (পরবর্তীতে গ্রুপ ক্যাপ্টেন) শামসুল আলম (বীরউত্তম)। তিনি এ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শোনাচ্ছেন তাদের যুদ্ধকথা, শোনাচ্ছেন বাঙালির সাহস আর ত্যাগের কথা। ঠিক যেন এক প্রজন্ম তাদের মূল্যবোধ, তাদের আদর্শ, তাদের স্বপ্ন তুলে দিচ্ছেন পরবর্তী প্রজন্মের হাতে। এভাবেই ইতিহাস প্রবাহিত হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, আর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যায়।

১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর উন্মোচিত হয় মুক্তিযুদ্ধের নতুন দিগন্ত, কিলোফ্লাইট গঠনের মাধ্যমে জন্ম নেয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। দুইমাস প্রস্তুতির পর ৩ ডিসেম্বর '৭১ কিলোফাইটারদের প্রথম অপারেশনে নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল ও চট্টগ্রামে তেলের ডিপো ধ্বংস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এই বিশেষ ঘটনা স্মরণ করে ৩ ডিসেম্বরর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে বিশেষ অনুষ্ঠান 'আকাশপথের মুক্তিসেনা'। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রযোজিত কিলোফাইটারদের নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রের অংশবিশেষ প্রদর্শিত হয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী। শামসুল আলম বীরউত্তম (পরবর্তীতে গ্রুপ ক্যাপ্টেন) এবং বৈমানিক আলমগীর সাত্তার বীরপ্রতীক মুক্তিযুদ্ধকালে বিমানবাহিনী গঠন এবং এর অপারেশন প্রসঙ্গে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত জানান। কোন পরিস্থিতিতে নিশ্চিত বিলাসী জীবনের অধিকারী বৈমানিকগণ পশ্চিম পাকিস্তানি জান্তার বৈষম্যমূলক নীতি অনুধাবন করে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন, সেই ইতিহাস তাদের ভাষ্যে শুনলো শিক্ষার্থীরা। তারা শোনালেন পাকিস্তানিরা বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করে যে অঞ্চলটিকে পেছনে ফেলে রেখেছিল, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সেই বাংলাদেশ আজ নানা সূচকে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদ্য প্রয়াত বৈমানিক ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ বীরউত্তম-এর পরিবারের সদস্যবৃন্দ। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের। ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের অনুরোধে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শিত হেলিকপ্টার এবং যুদ্ধ বিমানের সামনে তাদের আবারো যুদ্ধকথা শোনালেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধারা।

## সদ্ভাবনা সাইকেল র‍্যালির অভিযাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

যখন বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করছে তখন বাংলাদেশ পালন করছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ, পাশাপাশি ভারত উদযাপন করছে স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী। এই মৈত্রী-বন্ধন সুদৃঢ় করতে এবং ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোত্র বিভাজন দূর করে ঐক্যবদ্ধ বিদ্বেষহীন সমাজ গড়ার বার্তা নিয়ে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যেগ গ্রহণ করে ভারতের মহারাষ্ট্রের স্নেহালয় সংস্থা। উপমহাদেশে অহিংসার বাণী যিনি প্রচার করেছিলেন, সেই মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন ২ অক্টোবর তারা শুরু করে সদ্ভাবনা সাইকেল র‍্যালি। র‍্যলিটির বৈশিষ্ট্য হলো এটি ভারতের মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিম বাংলা হয়ে বাংলাদেশের নোয়াখালির জয়াগে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত গান্ধী আশ্রমে শেষ হয়। এভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ বুননের বাণী তারা বয়ে নিয়ে এলেন এক দেশ থেকে আরেক দেশে।

বাংলাদেশে অবস্থানকালে ২০ নভেম্বর স্নেহালয় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ড. গিরিশ কুলকার্ণির নেতৃত্বে সাইক্লিস্টদের দলটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে আসে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তারা যখন সাইকেলযোগে প্রবেশ করে তখন তাদের স্বাগত জানান বাংলাদেশের অভিযাত্রী সাইক্লিস্টের সদস্যবৃন্দ। তাদের অভ্যর্থনা জানান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম। অভিযাত্রী সাইক্লিস্টদল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শন করে। পরিদর্শন শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও বাংলাদেশের অভিযাত্রী সাইক্লিস্টদলের সাথে মতবিনিময় করেন সদ্ভাবনা সাইকেল র‍্যালির সদস্যরা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহযোগিতায় দুই দেশের সাইক্লিস্টরা ভবিষ্যতে বিভিন্ন যৌথ আয়োজনে অংশ নিতে পারেন বলে সকলে মতপ্রকাশ করেন।

দলটি ২৩ থেকে ২৬ নভেম্বর নোয়াখালি গান্ধী আশ্রমে অবস্থান করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শান্তি-সম্প্রীতির বাণী প্রচারে কাজ করে। সেখান থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফেরার পথে উড়িষ্যাতে এক সড়ক দুর্ঘটনার সম্মুখিন হয় দলটি এবং দলের সদস্য বিশাল আহীরে মৃত্যুবরণ করেন। প্রত্যাশা রইল, যে স্বপ্ন নিয়ে বিশাল আহীরে বাংলাদেশে এসেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসেছিলেন তা পূর্ণ হোক। সমাজের বিভাজন রেখাগুলো মিলিয়ে যাক। প্রতিটি দেশ, প্রতিটি সমাজ ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোত্র নয়, মানুষকে নিয়ে এগিয়ে চলুক ।

## অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স এবং ফেলোশিপ প্রোগ্রামের সনদ ও পুরস্কার প্রদান

সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) আয়োজন করে মাসব্যাপী চতুর্থ গণহত্যা এবং বিচার বিষয়ক অনলাইন কোর্স। এই কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন গবেষক, এনজিও কর্মী, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। অন্যদিকে, তরুণ এবং স্বাধীন গবেষকদের গবেষণার পথ প্রসারিত করতে সিএসজিজে ২০২০ সাল থেকে 'জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ প্রোগ্রাম' চালু করেছে। এই ফেলোশিপ প্রোগ্রামে বাছাইকৃত গবেষকদের গবেষণা প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে একজন তত্ত্বধায়কের অধীনে গবেষণা সম্পন্ন করার সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি এই প্রোগ্রামের দুটি ব্যাচের গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষে গত ২৬ নভেম্বর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে বিগত চারটি অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স এবং দুটি ফেলোশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থী এবং গবেষকবৃন্দের মাঝে সনদ এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি এম. এনায়েতুর রহিম। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশি শরণার্থী এবং ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তুলনামূলক আলোচনা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন বিশেষ অতিথি জুলিয়ান ফ্রান্সিস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সিএসজিজে কো-অর্ডিনেটর নওরিন রহিম।

**মো. ইকরা,** *সিএসজিজে ডেস্ক*

# ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঘুরে এলো লালমনিরহাট জেলা

মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা বুকে ধারণ করে চলছে উত্তরাঞ্চলের অবহেলিত জনপদের জেলা লালমনিরহাট। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ১১টি সেক্টর গঠন করা হয়েছিল তার মধ্যে ৬নং সেক্টর হেডকোয়ার্টারও ছিল এ জেলার সীমান্তবর্তী থানা পাটগ্রামের বুড়িমারী হাসর উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই জেলায় দ্বিতীয় বারের মত নভেম্বর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের 'নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ' শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। সদরসহ পাঁচ উপজেলা নিয়ে গঠিত লালমনিরহাট জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এলাকাসমূহে প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য ৩-৯ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রাক-যোগাযোগ সম্পন্ন করে ১০ নভেম্বর শহরে অবস্থিত কালেক্টরেট কলেজিয়েট স্কুলে প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষা কর্মসূচি শুরু হয়। এ জেলায় শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ ডা. আব্দুল আজিজ, এস দিলীপ রায় (সাংবাদিক) ও নবীন বন্ধু সুমন দাস প্রমুখ আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেন।

লালমনিরহাট জেলায় মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাথা ইতিহাসের কিছু অংশ এখনো বিদ্যমান। ৭ মার্চের ভাষণের উত্তাপ মহকুমা শহর লালমনিরহাটেও ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ গড়ে তোলেন 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ'। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন আবুল হোসেন এমপি, চিত্তরঞ্জন দেব, আব্দুল কুদ্দুস মাস্টার, আব্দুল কাদের, নবী বকস, আবু তালেব সামছুল হক-সহ আরো অনেকে। সংগ্রাম কমিটি গঠনের পর মুক্তিযুদ্ধে তরুণদের প্রশিক্ষণের জন্য ক্যাপ্টেন আজিজুল হক এবং বিমান বাহিনীর কর্মী নুরুন্নবী খোকনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং সাপটানা রোডের একটি বাড়িতে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প খোলা হয়। সংগ্রাম কমিটির পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্ররা ৮ মার্চ মাহবুবার রহমান লাভলু (গার্ড)কে সভাপতি করে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। সমাবেশে সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয় পরদিন ৯ মার্চ শহীদ মিনার চত্বরে পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলনের। সে মোতাবেক ৮ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা পতাকা বানানোর কাপড় সংগ্রহ করে গোশালা রোডে অবস্থিত 'বলাকা টেইলার্স'-এর মালিক সামছুল ইসলাম নাদুকে দিয়ে চারটি পতাক তৈরি করেন। ৯ মার্চ সকাল ১০টায় শহীদ মিনার চত্বরে পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৪ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী শহরে প্রবেশ করে বিমান বন্দর, রেলওয়ে-স্টেশন দোতালা, মোঘলহাট, তিস্তা, তেঁতুলতলা ফ্লাওয়ার মিল (রাজাকার ক্যাম্প)-এ ঘাঁটি স্থাপন করেন। ৫ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী সকালে বিহারিদের সহযোগিতায় সাহেব পাড়া, বাবুপাড়াসহ অন্য স্থান থেকে সাধারণ মানুষ, রেলওয়ে কর্মকর্তা, কর্মচারি ও শ্রমিকদের ধরে নিয়ে এসে রেলওয়ে ট্রলি স্ট্যান্ডে জড়ো করে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেয় পাকিস্তানি মেজর সামুন্দার খান এবং সহযোগিতা করে বিহারি নেতা কামরুদ্দিন, আজগর, কালুয়া গুণ্ডা, কসাই আব্দুর রশীদ প্রমুখ। এছাড়া বিমান বন্দর, লালমনিরহাট কলেজ, রেলওয়ে-স্টেশন দোতালা ভবনটি ছিল প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র এবং রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাব ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর মনোরঞ্জনের স্থান। শহরের পাশাপাশি থানা এলাকাগুলোতে শান্তিকমিটি ও রাজাকারদের সহায়তায় গড়ে ওঠে নির্যাতন কেন্দ্র। থানা সদরের নির্যাতন কেন্দ্রগুলো– আদতমারী থানায় নামড়ি রেলওয়ে-স্টেশনের পাশে, গোরঘাট, কালীগঞ্জ থানায় কাকিনা ডাক বাংলো, শুকানদিঘী, আরএমপি হাইস্কুল এবং হাতীবান্ধা থানায় সিন্দুর্ণা ইউনিয়নের খোলাহাটি ও পারুলিয়া তফশিলী উচ্চ বিদ্যালয়ে। জেলার উল্লেখযোগ্য বধ্যভূমিগুলো হলো– তিস্তা বধ্যভূমি, ওয়ারলেস কলোনি, বয়লারশপ, শ্মশানঘাট, লালপুল, কয়ারদলা ব্রিজ, ভোটমারী, কালীগঞ্জ হাইস্কুল, বড়খাতা বধ্যভূমি। গণকবরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য– মোঘলহাটা অটো স্ট্যান্ড, সাহেবপাড়া, ভেলাবাড়ি বাজার, শিয়ালখোয়া বাজার ও হাটখোলা গণকবর। এ জেলার বৃহৎ বধ্যভূমি ওয়ারলেস কলোনি বধ্যভূমি। উল্ল্যেখযোগ্য সেই গণকবর ও বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে ওয়ারলেস কলোনি, লালপুল, ভোটমারী ও বড়খাতা বধ্যভূমিতে শহিদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে স্মৃতি ফলক আর বাকিগুলোর স্থান আজ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাটগ্রাম থানার বাউরা থেকে বুড়িমারী পুরো এলাকা *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

# লক্ষ্মীপুর জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

*১ থেকে ২৬ নভেম্বর ২০২১*

নারকেল সুপারী আর ধানে ভরপুর তারই নাম লক্ষ্মীপুর। বঙ্গোপোসাগর এবং মেঘনার মিলনস্থলে অবস্থিত জেলা লক্ষ্মীপুর। লক্ষ্মীপুরের নামকরণ নিয়ে অনেক ঐতিহাসিকগণ অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন। শ্রী সুরেস চন্দ্রনাথ মজুমদার তার 'যোগী বংশ' কাব্যগ্রন্থে দালাল বাজারের জমিদার রাজা গৌর কিশোর রায় চৌধুরী সম্মন্ধে লিখেছেন ১৬২৯-১৬৫৮ সালের মধ্যে তার পূর্ব পুরুষ দালাল বাজার আসেন। রাজা গৌর কিশোর রায় ১৭৬৫ সালে কোম্পানির নিকট থেকে রাজা উপাধী পান। তার বংশের লক্ষ্মী নারায়ণের নামানুসারে লক্ষ্মীপুর নামকরণ করেন।

লক্ষ্মীপুর জেলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি কাজে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। ১ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর প্রাক-যোগাযোগ সম্পন্ন করা হয়। ৮ নভেম্বর থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়।

লক্ষ্মীপুর জেলায় মোট ৫টি উপজেলায় (লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর, কমলনগর, রামগতি ও রামগঞ্জ) শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রতিটি উপজেলায় ৫টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ১ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত শুক্রবার বাদে মোট ২৩ দিন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়– রায়পুর সরকারি মার্চেন্টস্ একাডেমি, রায়পুর এল. এম. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, উদমারা উচ্চ বিদ্যালয় (রায়পুর), হায়দরগঞ্জ তাহেরীয়া কামিল মাদ্রাসা (রায়পুর), রাখালিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (রায়পুর), চরলরেন্স উচ্চ বিদ্যালয় (কমলনগর), জামিয়া ইসলামীয়া কলাকোপা মাদ্রাসা (কমলনগর), হাজিরহাট হামেদিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা (কমলনগর), চর জাংগালিয়া এস.সি. উচ্চ বিদ্যালয় (কমলনগর), চর আলেকজান্ডার কামিল মাদ্রাসা (রামগতি), চর সিতা তোরাব আলী উচ্চ বিদ্যালয় (রামগতি), চর মেহের আজিজিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (রামগতি), দল্টা রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (রামগঞ্জ), দরবেশপুর উচ্চ বিদ্যালয় (রামগঞ্জ), মাছিমপুর এ.এল. এম. উচ্চ বিদ্যালয় (রামগঞ্জ), লক্ষ্মীপুর বালিকা বিদ্যানিকেতন (সদর), লক্ষ্মীপুর কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয় (সদর), রামগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (রামগঞ্জ), চরবংশী জয়নালীয়া উচ্চ বিদ্যালয় (রায়পুর)।

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথমে শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়। এরপর 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭–১৯৭১' প্রমাণ্যচিত্রটি প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে শিল্পী রফিকুন্ নবীর আঁকা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা বিষয়ক চিত্রমালা এবং শিল্পী শিশির ভট্টাচার্যের আঁকা শান্তি ও সম্প্রীতি বিষয়ক চিত্রমালা প্রদর্শিত হয়। সবশেষে শিক্ষার্থীদের কাছে আহ্বান করা হয় তারা যেন তাদের পরিবার বা এলাকার বয়জ্যেষ্ঠ অথবা মুক্তিযোদ্ধাদের থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা শুনে তা লিখে নেটওয়ার্ক শিক্ষকের কাছে জমা দেয়। নেটওয়ার্ক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লেখাগুলো সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রেরণ করেন।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে আমাদের বেশ কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে যেমন– ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার আগ্রহ ও ধৈর্য বিদ্যমান থাকলেও শিক্ষকদের মাঝে তা লক্ষ্য করা যায়নি। এই বিষয়টি আমাদেরকে অবাক করেছে।

শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে রাখালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের সকলের ব্যবহার ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমাদের ভালো লেগেছে।

লক্ষ্মীপুর জেলায় শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছি। তবে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও এলাকার মুরব্বীরা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য দিতে পারেননি। ১৯৭০ সালে ভোলা জেলা হয়ে বঙ্গবন্ধু লক্ষ্মীপুর জেলায় এসেছিলেন। পরবর্তীতে আরো কয়েকবার তিনি লক্ষ্মীপুর এসেছিলেন কিন্তু স্থানীয়রা সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য দিতে পারেননি।

শিক্ষা কর্মসূচি চলাকালীন আমরা লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান এবং বধ্যভূমি পরিদর্শন করেছি।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ জমিদার বাড়ি। জমিদার বাড়িটি বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গরু-ছাগলের চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সেখানে এখন একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। জমিদার বাড়িটি যথাযথ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা গেলে এটি একটি ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানে পরিণত হতে পারে।

**কে এম নাসির উদ্দিন**, *ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*

# মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক আন্তর্জাতিক গণহত্যা-স্মরণ দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক গণহত্যা-স্মরণ দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গত ৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। আমন্ত্রিত বক্তা গণহত্যা অধ্যয়ন বিশেষজ্ঞ ও জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি গ্রেগরি এইচ স্ট্যান্টন-এর পরিচয় প্রদান করেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। ড. স্ট্যানটন তাঁর আলোচনায় ১৯৭১-এর গণহত্যা এবং চলমান রোহিঙ্গা গণহত্যার উপর বিশেষ আলোকপাত করেন এবং বাংলাদেশ-গণহত্যার ৫০ বছরে আন্তর্জাতিক মহলের উদ্যোগ ও এর স্বীকৃতির আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে বধ্যভূমির সন্তানদল।

**মো. ইকরা,** *সিএসজিজে ডেস্ক*

## ড. গ্রেগরি এইচ স্ট্যানটনের ভাষণের নির্বাচিত অংশ

I want to talk to you about why we have failed to prevent genocide. When the genocide convention became our international law, it was formulated in 1948 but then went into effect only a few years later. But since that time over 100 million people have died in genocides. So never again has become again and again. Genocide has been the greatest killer in the history of mankind. So why have we failed to prevent it?

The United Nations was founded in 1945 and I quote "to save succeeding generations from the scourge of war, to reaffirm faith in fundamental human rights. To establish conditions under which justice and respect for international law can be maintained and to promote social progress in larger freedom". Now the UN functional agencies have indeed improved the world, the World Health Organization, the World Food Programme, International Labor Organization, UNICEF many others. But the United Nations has failed to achieve its core purpose, 'Prevention of war and mass atrocities'.

I want to talk about the reasons for this failure.

- The first reason is the U.N was founded by imperial colonial powers who wanted to maintain their power, and who gave themselves vetoes in the UN Security Council, and then made the Security Council the only part of the U.N who could authorize military force.
- The second reason is that the U.N Charter which begins as the peoples of the United Nations is not an organization of peoples at all, it's an organization of nation states. And nation states don't like to criticize each other. It was born, in other words, with a congenital blindness of nationalism. Nationalism is racism on steroids.
- The third reason that we have failed is that the U.N was specifically set up to protect the interest of nation states. And it's expressly expressed in article 27 of the U.N Charter which says, "nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state."
- Now. Another reason why we failed is denial. Denial of the facts, denial of the genocides happened. There is denial based on national interests in which we don't want to offend our country that might be insulted if we said that it had committed genocide. We see this denial again and again, So what we have here is in other words, a whole pattern of denial of genocide and it is continuing about the Bangladesh genocide in 1971. The genocide that was so obvious to all of us who studied genocide. We know genocide from start, and yet the US has never ever said it was genocide, none of diplomats are allowed to say it. When one of our diplomats Mr. Archer K Blood, Wrote the famous 'Blood telegram' saying this is genocide In 1971, he was recalled and never given another diplomatic position.
- Let's talk about another reason why we failed to prevent genocide. The International Court of Justice has partially destroyed the Genocide Convention in its decisions in Bosnia and Croatia. It said there wasn't enough evidence of intent to find that Serbia had committed genocide, it had violated the Genocide Convention.

So I leave you with those thoughts and I have recommended a few actions we can take. I personally think that it is time to invoke the article in the U.N Charter that permits amendments to the Charter, and every convention actually do it. So I personally and we hope that we will eventually get there. But I have, I have confidence because we are working for the force. People ask me what my theology is? I tell them well have you seen Star Wars?. I think God is the force. God is the forces not only made the universe but also made each of us. Love is God's force personally expressed. Justice is God's force socially expressed. With love and justice we will win.

# বরিশাল মুক্ত দিবসের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

৮ ডিসেম্বর বরিশাল হানাদার মুক্ত দিবস; ১৯৭১ সালের এই দিনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে কোণঠাসা হয়ে নৌপথে পালিয়ে যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বরিশাল নগরীর ওয়াপদা কলোনিতে অবস্থিত '*স্মৃতি ৭১ নির্যাতন কেন্দ্র ও বধ্যভূমিতে*' পুস্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ। এছাড়াও জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসনিক কর্মকতাবৃন্দের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা বধ্যভূমিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ৯০ জন মুক্তিযোদ্ধা ও ১০ জন মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আমন্ত্রণে বরিশাল মুক্ত দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ওয়াপদা কলোনি, বরিশাল- এর নির্যাতন কেন্দ্র ও বধ্যভূমি সম্পর্কে তথ্য প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রশংসাপত্র প্রদান করেন মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে আমেনা খাতুন, কিউরেটর, আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রশংসাপত্র গ্রহণ করেন।

## জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর ১৬৪তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণরত বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ১৫৯ জন প্রশিক্ষণার্থী ২৯ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক, কর্মসূচি রফিকুল ইসলাম জাদুঘরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন।

জাতিসংঘের  গণহত্যা প্রতিরোধ বিষয়ক বিশেষ দপ্তরের প্রতিনিধি Denise Hauser ৩১ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। জাদুঘর পরিদর্শন শেষে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অফ জেনোসাইড এ্যান্ড জাস্টিস এর সমন্বয়ক নওরীন রহিম এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মী, স্বেচ্ছাকর্মী ও নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের সাথে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য 'শান্তি-সম্প্রীতির ভাবধারায় তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক পাঠ উপকরণ তৈরি বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে যৌথ উদ্যোগে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

## 'মুনির হিউম্যান রাইটস মিউজিয়াম' ইন্দোনেশিয়া আয়োজিত ওয়েবিনারে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের  অংশগ্রহণ

ওমর মুনির ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী। রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের হাতে তার মৃত্যু হয় । অভিযুক্ত কারো বিচার হয়নি। ওমর মুনিরের স্ত্রী ও বন্ধুরা মিলে ২০০৮ সালে তাঁর বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন 'মুনির হিউম্যান রাইটস মিউজিয়াম'। পূর্ব জাভার বাটু নগর পরিষদের সহায়তায় সেখানে বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে বড় পরিসরে স্থায়ী জাদুঘর। স্থায়ী জাদুঘর নির্মাণের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ আয়োজিত ওয়েবিনারে আমন্ত্রণ জানানো হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হককে। International Webinar on Museum, Memory and Justice- শিরোনামে এই ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে আরো ছিলেন মুনির হিউম্যান রাইটস মিউজিয়াম, ইন্দোনেশিয়ার ড. অ্যান্ডি আচিডিয়ান, ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অফ সাইটস্ অব কনসাসের প্রতিনিধি সিলভিয়া ফার্নান্দেজ। আর্কাইভ অ্যান্ড ওমেন হিস্ট্রি ইন্দোনেশিয়ার ফাতিয়া নাদিয়া। আলোচকবৃন্দ ঐতিহাসিক স্মৃতি সংরক্ষণ এবং মানবাধিকার আন্দোলনের প্রণোদনা যোগাতে জাদুঘরের ভূমিকা এবং সম্মিলিত স্মৃতির ভাণ্ডার হিসেবে মানবাধিকার চর্চা, সহিষ্ণুতা, পরিবেশ রক্ষা এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকণে জাদুঘর কীভাবে  কাজ করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

## স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের জার্সি সংরক্ষণ করবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেবল রণাঙ্গনে চলেনি, শিল্পী, সাহিত্যিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ যার যার অবস্থান থেকে স্বাধীনতার পক্ষে অবদান রেখে গেছেন। এই কাতারে সামিল ছিলেন খেলোয়াড়েরাও। বাঙালি ফুটবল খেলোয়াড়রা গঠন করেন বাংলাদেশ একাদশ। এই একাদশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে এবং প্রাপ্ত অর্থ শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গঠিত তহবিলে প্রদান করে, যার পরিমান ছিলো কয়েক লাখ রুপি।

এই দলের সদস্য ছিলেন সুভাষ চন্দ্র সাহা, জার্সি নম্বর ১৩। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সযত্নে এই স্মৃতিময় জার্সিটি সংরক্ষণ করেছেন সুভাষ চন্দ্র সিংহের স্ত্রী। গত ২১ নভেম্বর ২০২১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সেই মূল্যবান জার্সিটি পরবর্তী প্রজন্মকে দেখবার সুযোগ করে দিতে সুভাষ চন্দ্র সাহা তুলে দেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের এবং ট্রাস্টি মফিদুল হকের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক,  যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল,  মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দীন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. আখতার হোসেন, তথ্য সচিব মো. মকবুল হোসেন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোশাররফ হোসেন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ সচিব পরিমল সিংহ। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের ম্যানেজার তানভীর মাজহার তান্না, ফুটবলার শেখ আশরাফ আলী, এনায়েতুর রহমান এবং আব্দুল গাফফার ফুটবল টিমের প্রতিনিধিত্ব করেন। তৎকালীন ফুটবল দলের ম্যানেজার তানভীর মাজহার মান্না একাত্তরের স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'আমরা সবাই দেশের জন্য খেলেছি এবং প্রচার করতে চেয়েছি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যই যুদ্ধ করেছি।'

## 'বৃটেন ১৯৭১ : বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের

১ম পৃষ্ঠার পর

২০ নভেম্বর ২০২১ (শনিবার) সকাল ১১:৩০মি. সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের গ্লোবাল চেয়ারম্যান স্টিভি স্প্রিং সিবিই। প্রদর্শনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন প্রদর্শনীর উপদেষ্টা এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের। অনুষ্ঠানে লন্ডনে তৎকালীন পাকিস্তান দূতাবাসের প্রথম সচিব এবং সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মহিউদ্দিন আহমদ, বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, মুক্তিযুদ্ধকালীন বৃটেনে নানা কর্মকান্ডে জড়িত বাঙালি ব্যক্তিগণ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দ, ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরিচালক টম মিসিওসিয়া, ব্রিটিশ কাউন্সিলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, ১৯৭১ সালে বৃটেন আমাদের যে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছে, তা নথিভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে ব্রিটিশ কাউন্সিল, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও আর্কাইভ: লন্ডন ১৯৭১। এটি দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের প্রতি বৃটেনের সহযোগিতা ও সমর্থন এখনো অব্যাহত রয়েছে।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের গ্লোবাল চেয়ারম্যান স্টিভি স্প্রিং সিবিই বলেন, ১৯৫১ সালের নভেম্বরে ঢাকায় ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রথম কার্যক্রম চালু করে। এ বছর বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলও ঢাকার কার্যক্রমের ৭০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। ইংরেজি শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে সংযোগ গড়ে তুলতে আমাদের কাজ ধারাবাহিকভাবে যে অবদান রাখছে ,তা সত্যিই অসাধারণ। প্রদর্শনীর কিউরেশন, স্টোরিলাইন এবং উপস্থাপন কৌশল দেখে তিনি অভিভূত হন। ৪ ডিসেম্বর ২০২১ বাংলাদেশস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন প্রদর্শনী দেখেন।

প্রদর্শনীটি উপস্থাপন করার সময় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্মরণে রেখেছে অপারেশন ওমেগা'র অমর স্লোগান ''Life and death of millions is everyone's problem'' । ৫০ বছর আগে বাংলাদেশের সংকটে মানবতার প্রতিক্রিয়া আজকের বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু মোকাবিলায় বিশ্ব সংহতির অনুপ্রেরণা যোগাবে। প্রদর্শনীর উপদেষ্টা ট্রাস্টি মফিদুল হক, কিউরেশন করেছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভ ও ডিসপ্লে-এর কিউরেটর আমেনা খাতুন এবং শেহজাদ চৌধুরী

*আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*

# ৮ ডিসেম্বর ২০২১ : প্রয়াত নির্মাতা সাইদুল আনাম টুটুলের মুক্তিযুদ্ধের ছবি কালবেলার উদ্বোধনী আয়োজন

পরিচালক সাইদুল আনাম টুটুল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শরণার্থী শিবিরে সাংস্কৃতিক দলের কর্মী ছিলেন। ২০১৮ সালে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী নিয়ে শুরু করেন তার দ্বিতীয় চলচ্চিত্র 'কালবেলা'। শুটিং সম্পন্ন করার পরপরই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর। কিছুটা সময়ের জন্য স্থবির হয়ে পড়ে ছবির কাজ, পরবর্তীতে তার নির্দেশনা অনুসরণ করে চলচ্চিত্রটির কলাকুশলীদের সম্মিলিত প্রয়াসে ছবির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। একজন মুক্তিযোদ্ধার স্বপ্নের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'কালবেলা' চলচ্চিত্রটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ৮ ডিসেম্বর ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তন পূর্ণ হয় চলচ্চিত্রপ্রেমীদের আগমনে। সকলে প্রত্যক্ষ করলেন মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি সেই সময়ে একজন নারীর জীবনের অন্যরকম এক যুদ্ধ। পরিচালকের সহধর্মিনী এবং চলচ্চিত্রটির প্রযোজক অধ্যাপক মোবাশ্বেরা খানম বলেন, পরিচালক এই ছবিতে যুদ্ধের ভয়াবহতা বা সহিংসতা দেখাতে চাননি, বরং মানুষের সংগ্রামী মনোভাবকে দেখাতে চেয়েছেন, যে কারণে ছবিতে এমন কোন দৃশ্য রাখা হয়নি। পরিচালক সাইদুল আনাম টুটুল প্রয়াত হবার পরে যেভাবে তিনি সকলের সহযোগিতায় ছবির কাজ শেষ করলেন সেই কথা তুলে ধরে তিনি বলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও এই প্রদর্শনী আয়োজনের মধ্য দিয়ে ছবির প্রচারে সহায়তা করলো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন মুক্তিযুদ্ধ যেমন নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এই ছবিটির নির্মাণ কাজও তেমনি পরিচালকের প্রয়াণে যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হয় তা অতিক্রম করে আজ প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রদর্শনী শেষে প্রযোজক ছবির অভিনয়শিল্পী, কলাকুশলীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং অতিথিদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন।

# বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

১ম পৃষ্ঠার পর

প্যানেল ২ এর আলোচ্য বিষয় ছিলো 'রোহিঙ্গাদের জন্য ন্যায়বিচার'।

'হেট স্পিচ এ্যান্ড স্যোশাল মিডিয়া' শিরোনামে ড. মুস্তাক আহমেদ তুলে ধরেন কীভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বাংলাদেশে হেইট ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। আলোচক ড. রোনান লি মায়ানমারে সংঘটিত হেইট স্পিচের সাথে ফেইসবুক এবং রোহিঙ্গা গণহত্যার সম্পৃক্ততা বিশ্লেষণ করেন।

প্যানেল ৪-এর আলোচ্য বিষয় ছিল 'আন্তর্জাতিক অপরাধের পুনর্বিবেচনা করা : নীতি এবং সংরক্ষণ'।

ড্যানিয়েল ফেয়ারস্টেইন উপস্থাপন করেন রাষ্ট্রীয় অপরাধের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে জাতীয় ট্রাইবুনালের গুরুত্ব ও ভূমিকা। আমান মানি ত্রিপাঠী এবং মো. লুৎফর রহমান যৌথভাবে উপস্থাপন করেন '১৯৭১ এর গণহত্যা : আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের এখতিয়ার বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণাপত্র।

প্যানেল ৫-এ আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে জবাবদিহিতা বিষয়ে নওরিন রহিম উপস্থাপন করেন– '১৯৭১-এ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত নির্যাতন কেন্দ্রের আইনি পর্যালোচনা'। নাদিয়া রহমান, তাপস কুমার দাস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করেন।

সম্মেলনের প্রথমদিনে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সহায়তায় যৌথভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে দিনব্যাপী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, প্রদর্শিত হয় মেন্ডোলিন ইন এক্সাইল, জন্মসাথী ও হোয়াই নট নামক ডকুমেন্টারি। কি-নোট প্রেজেন্টেশন পর্বে ড. ফাহমিদা আখতার উপস্থাপন করেন 'বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন চলচ্চিত্র: ইতিহাস তৈরির প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন দেশের পরিচালকদের দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক গবেষণাপত্র।

ইয়ং স্কলার্স ফোরামের পক্ষে প্রথম দিন তরুণ গবেষক দলের মধ্য থেকে উম্মে হাবিবা নাজনীন, ইরফান শেখ, মো. রিয়াদ হোসেন, শাহরিয়ার ইসলাম এবং হাসিব চৌধুরী গণহত্যা, গণহত্যা-অপরাধিদের বিচার, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জঅতিক সম্প্রায়ের ভূমিকা বিষয়ে তাদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।

দ্বিতীয় দিন শুরু হয় প্যানেল ৬-এর আলোচনার মধ্য দিয়ে, যার বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধকালে যৌন নিপীড়ন। ক্যামেলিয়া আগ কে উপস্থাপন করেন 'আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য আন্তর্জাতিক বনাম দেশীয় জবাবদিহিতা: যৌন সহিংসতার শিকারদের জন্য ন্যায় বিচার''। গালুহ ওয়ান্দিতা উপাস্থাপন করেন 'সত্য, রুটি এবং চা : যুদ্ধ সম্পর্কিত যৌন সহিংসতা এবং যুদ্ধে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের জন্য একটি টুলকিট' বিষয়ক আলোচনা।

ইরেনে ম্যাসিমিনো আলোচনা করেন 'ট্রায়াল ইন এবসেনশিয়া নিয়ে। ইরেনের গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য 'ট্রায়াল ইন এবসেনশিয়া' সমর্থন করে।

'যুদ্ধ-পরবর্তী সমাজে শান্তি শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন প্যানেল ৭ এবং ৮ এর আলোচকবৃন্দ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন উদ্যোগ বিষয়ে আলোচনা করেন শাওলি দাশগুপ্ত। ট্রুডি হুসকাম্প পিটারসন উপস্থাপন করেন 'শান্তি-নির্মাণ, শান্তি-রক্ষা এবং সংরক্ষণাগারের অবদান' শীর্ষক গবেষণাপত্র। এই প্যানেলে আরো আলোচনা করেন ড. কানওয়াল প্রীত, তিনি তরুণরা যাতে করে শান্তি বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে এমন একটি শিক্ষণ পদ্ধতি খোঁজার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

দ্বিতীয় দিন ইয়ং স্কলার্স ফোরামের দুটি সেশন অনুষ্ঠিত হয়। তরুণ গবেষকদের পক্ষে অংশ নেন এমদাদুল হাসান, তাবাসসুম ইসলাম, তাসনোভা জেরিন উলফাত, লুতফুন্নাহার সঞ্চি, অনামিকা মোদক, জহিরুল বাশার, রায়হান রাফিস কাশফিয়া কাবা সেজুতি, রুবায়েত জামিলা মানবি এবং অঙ্কিতা দত্ত। এদিন আয়োজন করা হয় পোষ্টার প্রেজেন্টেশনের। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া চারটি দল তাদের পোষ্টার দর্শকদের দেখানোর সুযোগ পান।

সমাপণী অনুষ্ঠানে অনলাইনে বক্তব্য প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম। এছাড়াও প্যানেলিস্টদের পক্ষ থেকে ড. আলাউদ্দিন এবং ড. ইমতিয়াজ এ হুসাইন, ইরেনে মাসিমিনো এবং ড. উইজলি কেন্ডাল বক্তব্য রাখেন।

# ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

৩-এর পৃষ্ঠার পর

মুক্তাঞ্চল ছিল এখানে পাকিস্তানি বাহিনী ও এদেশীয় দোসর রাজাকাররা প্রবেশ করতে পারেনি।

লালমনিরহাট জেলায় প্রান্তিক এলাকায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মসূচি বাস্তবায়ন সময়ে দেখা যায় সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহেও তার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। নির্ধারিত প্রদর্শনীর দিনে হাতে গোনা কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের বিষয় নিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে জানতে চাইলে কেউ তেমন কিছু বলার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনীর সময়ে গণকবর ও বধ্যভূমির বিষয় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অন্য শিক্ষকদের কাছে জানার চেষ্টা করলে শিক্ষকরা তেমন কোন তথ্য বলতে পারেননি। জেলা শহর, কালীগঞ্জ উপজেলা এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তাঞ্চল খ্যাত পাটগ্রাম উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তির চাইতে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অবস্থান বেশ শক্ত।

১৯৭০ সাধারণ নির্বাচনের প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু মহকুমা শহর লালমনিরহাট জেলায় এসেছিলেন। তিস্তা এলাকায় উন্মুক্ত প্রদর্শনীর সময়ে সংস্কৃতিককর্মী মাখন দাস স্মৃতিচারণ করেন, '১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে নির্বাচনি প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু কুড়িগ্রাম থেকে স্পেশাল ট্রেনযোগে লালমনিরহাট যাবার পথে তিস্তা রেলওয়ে জংশনের পূর্ব পাশে জাম গাছ তলায় পথসভায় যোগদান করেন। স্থানীয় নেতা মমতাজ উদ্দিন (তিস্তা এলাকার মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক) তাৎক্ষণিকভাবে মাছের বাক্স দিয়ে বঙ্গবন্ধু সেই পথসভায় মঞ্চ তৈরি করেন। বঙ্গবন্ধু পথসভায় যোগদিয়ে পুনরায় ট্রেনযোগে লালমনিরহাট চলে যান। বঙ্গবন্ধু স্টেশনের যে জাম গাছ তলায় পথসভা করেছিলেন সেই জাম গাছটি ১৯৮৮ সালে ভেঙ্গে গেলে স্থানীয় পান বিক্রেতা ইফতার আলী বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য সেই জায়গায় আরেকটি জাম গাছ রোপন করেন।' এছাড়া গিয়াস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রদর্শনীর সময়ে মুক্তিযোদ্ধা মো. নুরুজ্জামান খন্দকারের কাছ থেকে জানা যায় ১৯৭০ সালের ৯ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু কুড়িগ্রাম থেকে লালমনিরহাটে এসেছিলেন। মার্শাল ল' জারির কারণে বঙ্গবন্ধুকে স্টেশন থেকে ছাত্রলীগের সদস্যরা কালীবাড়িতে অবস্থিত আবুল হোসেনের পাটের গোডাউনে নিয়ে যায়। আবুল হোসেন, জি এম খন্দকার, মো. ইসহাক, মো. নুরুজ্জামান খন্দকার, ইলিয়াস হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, বুলু বসুনিয়া ও ছাত্রলীগের সদস্যসহ আরো অনেকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু পাট গোডাউনে গোপন বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু আলতু মিয়ার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে পুনরায় ট্রেনযোগে ফিরে যান।

কালেক্টরেট কলেজিয়েট হাই স্কুল, বুড়িমারী হাসর উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, বড়বাড়ি ফজলুল হক দাখিল মাদ্রাসা, শহীদ আবুল কাশেম কলেজ, করিমপুর নেছাবিয়া দাখিল মাদ্রাসা, গিয়াস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, খেদাবাগ একরামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা, হাতীবান্ধা মহিলা ডিগ্রি কলেজ, সরকারি জসমুদ্দিন কা আ গনি কলেজ, বড়বাড়ি কলেজ, বুড়িমারী দাখিল মাদ্রাসা, বাউড়া দাখিল মাদ্রাসা, বাউরা পুনমচাঁদ ভুতোরিয়া মহাবিদ্যালয় ও উত্তরণ ডিগ্রে কলেজে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ জেলায় ১৭ দিনে ১২ কার্য দিবসে ১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০,৭৮৪ জন শিক্ষার্থী ও ১০টি উন্মুক্ত প্রদর্শনীতে ২৫,৩০০ জন সাধারণ দর্শক ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখেন।

**রঞ্জন কুমার সিংহ**, কর্মসূচি কর্মকর্তা

# স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বিজয়ের পঞ্চাশ বছর

## ১০ ডিসেম্বর ২০২১: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস

আসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হলেও, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এসে আবার ভাবতে হচ্ছে কেমন হওয়া উচিত সম্প্রীতির বাংলাদেশ, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ কেমন হবে? তাই এবছর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিজয়ের পঞ্চাশ বছর উদযাপন করছে **মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সম্প্রীতির বাংলাদেশ** এই প্রতিপাদ্য ধারণ করে। ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ আয়োজনে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। আদর্শ সম্প্রীতির রাষ্ট্র গড়ার জন্য কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে বলেন অধ্যপক ড. মিজানুর রহমান, প্রথমত: জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষ মর্যাদা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক অধিকার হরণ করার অধিকার কারো নেই। অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলেন যা দেবার ক্ষমতা আমার নেই তা হরণ করার ক্ষমতাও আমার নেই। তিনি এখনো খুঁজে ফেরেন তার ছোটবেলার বন্ধু কিশোরকে, তার বাড়িতে কাজ করতেন যে অন্য ধর্মের মানুষটি, তাকে। তাঁর প্রশ্ন এই মানুষগুলো কেন হারিয়ে গেল তার জীবন থেকে। মানবাধিকার রক্ষার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল বলেন মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ কোন ভেদবুদ্ধির বাংলাদেশ হতে পারে না। তিনি বলেন কোন ধর্মের মানুষের জন্য গাছের পাতা রং বদলায় না, আকাশ অন্য বর্ণ ধারণ করে না, প্রকৃতি সবার জন্য এক, তাহলে মানুষ কেন মানুষের মধ্যে ভেদ তৈরি করবে।

আলোচনা শেষে সম্প্রীতির গান শিরোনামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ছায়ানট। শুরুতে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং ছায়ানটের সভাপতি সন্‌জীদা খাতুন বলেন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সাপের বিষের মতো ছোবল হানছে সমাজের সর্বত্র, এমন বাংলাদেশ তো আমরা চাইনি।

১০ ডিসেম্বর বিকেলের আয়োজনে ছিলো আমেনা খাতুনের পরিকল্পনায়, মাহফুজ রিজভীর গ্রন্থনা ও মাসুদুজ্জামানের নির্দেশনায় স্রোত আবৃত্তি সংসদের ‘মানবের জয়গান’ শিরোনামে বিশেষ পরিবেশনা।

## ১১ ডিসেম্বর ২০২১ : প্রামাণ্যচিত্র ‘ব্যাটেল অব কুষ্টিয়া’ প্রদর্শনী

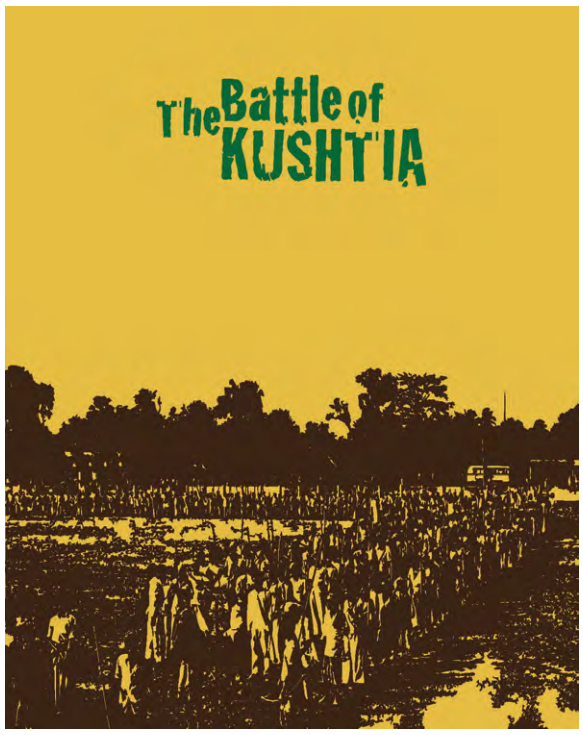


সুবর্ণজয়ন্তীর বিশেষ আয়োজনের তৃতীয় দিন ১১ ডিসেম্বর ২০২১। ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয়েছিল কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়া মুক্ত হবার ৫০ বছর পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে প্রদর্শিত হলো তরুণ নির্মাতা অনিন্দ আতিক নির্মিত ‘ব্যাটেল অব কুষ্টিয়া’ প্রামাণ্যচিত্র। আয়োজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম। শুরুতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়ার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন জনযুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ কুষ্টিয়াতে দেখা যায়। ২৫ মার্চের পর পাকিস্তানি বাহিনী কুষ্টিয়ায় কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখিন হয়। কুষ্টিয়ার অনেক অঞ্চল মুক্তিবাহিনী মুক্ত রাখতে সক্ষম হয় বলেই ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক অনিন্দ আতিক বলেন তিনি তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলতে চান, তাই এই ছবিটির অধিক প্রদর্শনী তার কাম্য। বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম বলেন এই প্রজন্মের সন্তানেরা মুক্তিযুদ্ধকে কতটা গভীরে ধারণ ও বহন করেন সেটি এই প্রামাণ্যচিত্রে পাওয়া যাবে। ছবিটি এই বিজয়ের মাসে কুষ্টিয়া ও খুলনাসহ আরো কয়েকটি জেলায় প্রদর্শন করা হবে।

## ১২ ডিসেম্বর ২০২১ : ঢাকা মহানগরীর বারো বেসরকারি পাঠাগারের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গ্রন্থ এবং পাঠাগার রাষ্ট্রের ও সমাজের জন্য বিশেষ গুরুত্ববহ। তবে এর সাথে সম্পৃক্ত হতে প্রয়োজন মানুষের অক্ষর জ্ঞান। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এসেও অনেক মানুষ থেকে যাচ্ছে শিক্ষার আলোর বাইরে। শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত মানুষ যেন বইয়ের সাথে সংযোগ গড়ে তুলতে পারে সেটি নিশ্চিত করাও প্রয়োজন, কেননা এই সংযোগ মানুষের মনের দৃষ্টি প্রসারিত করে আর মুক্তিযুদ্ধ মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যেই হয়েছিল। বর্তমান প্রজন্মের কাছে গ্রন্থ এবং পাঠাগারের তাৎপর্য তুলে ধরতে ঢাকা মহানগরীর বারোটি বেসরকারি পাঠাগারসমূহের সদস্য শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ আয়োজন। আয়োজনের সূচনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, ‘ঢাকা শহরের অনেক সমস্যা, মানুষের জীবনে অনেক জটিলতা, অনেক রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। কিন্তু তার মধ্য দিয়েও একাত্তরের বাংলাদেশের যে স্বপ্ন, যে অঙ্গীকার তা নানাভাবে, নানা জায়গায়, নানা উদ্যোগে বহমান রাখার চেষ্টা হচ্ছে। গ্রন্থাগারগুলো হচ্ছে সেই উদ্যোগের অন্যতম, যেন এক একটা আলোর দীপ, যেন সবুজ দ্বীপ যা উষর মরুভূমিতে আমাদের জীবনকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।’ দনিয়া পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শাহনেওয়াজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সকল বাঙালির জাদুঘর, জাদুঘরের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এমন অনন্য ব্যতিক্রমী উদ্যোগ তাদের প্রচেষ্টায় উৎসাহ যোগাবে। অনুষ্ঠানে তাহমিনা-ইকবাল পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক শফিউল গনি, উত্তরা পাবলিক লাইব্রেরির সভাপতি মো. তারেকুজ্জামান খান, শহীদ বুদ্ধিজীবী পাঠাগারের সভাপতি আলী মোহাম্মদ আবু নাইম, শহীদ রুমি স্মৃতি পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল হক নিশান, কামাল স্মৃতি পাঠাগারের আবু তাহের বকুল, সীমান্ত গ্রন্থাগারের সাধারণ সম্পাদক রেহনুমা খানম, জ্ঞান বীক্ষণ পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক সাবিহা সুলতানা, আনিসুর হোসেন তারেক- শহীদ বাকি স্মৃতি পাঠাগারের সম্পাদক, লোকমান স্মৃতি পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক আবু হানিফ এবং গ্রন্থ বিতান পাঠাগারের মো: হারুন উপস্থিত ছিলেন। আয়োজনে বিভিন্ন পাঠাগারের সদস্যবৃন্দ দেশাত্ববোধন গান, নাচ, আবৃত্তি ও মুকাভিনয় পরিবেশন করে।

# ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর, এই মাসে জাতি হারিয়েছে শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। আত্মদানকারী ক'জন বুদ্ধিজীবীর ত্যাগের ঘটনা এবং স্মৃতিচিহ্ন তুলে ধরা হলো 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা'র এবারের সংখ্যায়।

## সেলিনা পারভীন

*(৩১ মার্চ ১৯৩১-১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১)*

সেলিনা পারভীন নার্সিংয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৯৫৬ সালে মিটফোর্ড হাসপাতালে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি মেট্রন হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৬০ সালে আজিমপুর শিশু আলয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ষাটের দশকে তাঁর কবিতা ও নিবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯ সাল থেকে তিনি সাপ্তাহিক বেগম, সাপ্তাহিক ললনাতে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন এবং সাহিত্য সাময়িকী শিলালিপি প্রকাশ করেন। ১৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের দোসর আল-বদর বাহিনী তাঁকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং ১৪ ডিসেম্বর আরো অনেক বুদ্ধিজীবীর সাথে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ তাঁর মরদেহ আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

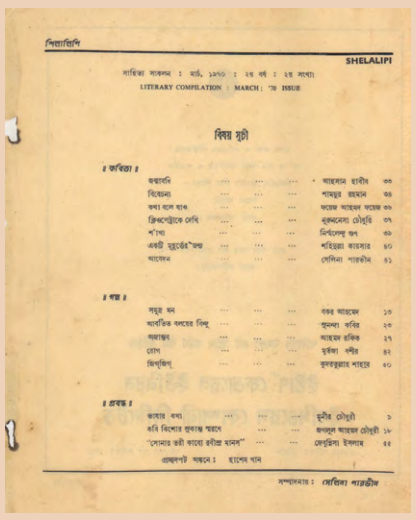


সেলিনা পারভীন সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা "শিলালিপি"

*দাতা: চৌধুরী মো. সুমন জাহিদ*

## মুনীর চৌধুরী

*(২৭ নভেম্বর ১৯২৫ - ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১)*

শিক্ষাবিদ, নাট্যকার এবং সাহিত্য বিশারদ মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে যোগদান করেন। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার কারণে ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ এবং ১৯৫২ সালে গ্রেফতার হয়ে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কারাবরণ করেন। জেলে বসেই তিনি তাঁর বিখ্যাত নাটক 'কবর' রচনা করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে বাংলা টাইপ রাইটারের কি-বোর্ড মুনীর অপটিমা নামে পুনরায় ডিজাইন করেন।

১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেন। পাকিস্তানি বাহিনীর অমানবিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত পুরস্কার 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' বর্জন করেন। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ আলবদর বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

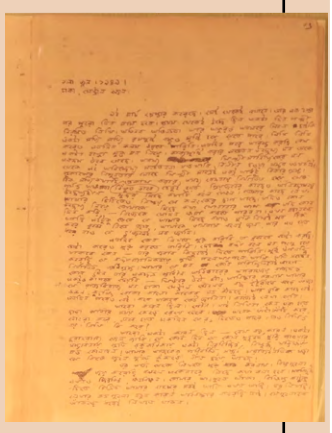

তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য সাহিত্যকর্ম: বাংলা গদ্যরীতি, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, রক্তাক্ত প্রান্তর, তুলনামূলক সমালোচনা ও মীর মানস।

১৯৪৯ সালে কারাবন্দি মুনীর চৌধুরীর দিনপঞ্জি

*দাতা: লিলি চৌধুরী*

# বিজয়ের মাসে রাষ্ট্রীয় অতিথিদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিদল এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। এ সফরের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পর্যায়ক্রমে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করছেন।

গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে আসেন আমেরিকান সেনাবাহিনীর ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল, বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের জন্য আগত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১২২ জন সৈনিক, ৩৫ জন রাশিয়ান সৈন্যদল, কমান্ডার অব মেক্সিকান আর্মি এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ওয়ার ভেটারানসহ ৬৬জন সেনা অফিসার। জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য খাতায় তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। শুভেচ্ছা উপহার প্রদান শেষে তারা বিদায় নেন।

*আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে টিম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official